দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ সাময়িকপত্রের আদি ইতিহাস এবং বরাক উপত্যকার সাময়িকপত্রের বাস্তব অবস্থান

সাময়িকপত্র যে কোন দেশের আর্থ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিচ্ছবি। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সাময়িক পত্রের উদ্ভব ও বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমকালীন ঘটনাবলী, হারিয়ে যাওয়া অতীত এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত এই তিনদিকের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় সাময়িক পত্রে। মানুষের মননসাধনার আধার হয়ে থাকে তার লিখিত সাহিত্য ও অন্যান্য তথ্যপঞ্জি। গ্রন্থের পাশাপাশি আধুনিক কালের মানুষ তার একান্ত সমকাল জিজ্ঞাসার চর্চা করবার জন্য আবিষ্কার করেছে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক পত্র।

সাময়িক পত্র ব্যতীত যুগোপযোগী নবচেতনার উদ্বোধন, পরিপোষণ, এবং প্রচার কখনোই সম্ভব নয়। সাময়িক পত্রের বহু বৈচিত্র্য। কখনো প্রধানত সাহিত্য, কখনো অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি এবং সমকালের দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা সাময়িক পত্রে স্থান পায়। সব দেশেই জ্ঞানচর্চা, গদ্যচর্চা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদিকে অগ্রসর করে ও পরিপুষ্ট করে সাময়িক পত্র। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিবর্তনে সাময়িক পত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সাময়িক পত্র বা periodical literature বলতে Chamber's Dictionary তে লেখা হয়েছে —

"Periodical, a magazine or other publication which appears in parts at regular periods" [১]

ভাষা-সাহিত্য কিংবা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে অন্যান্য বহু বিষয়ের পাশাপাশি সাময়িক পত্রের ভূমিকাটিকেও ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও সাহিত্যলোচকগণ গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির কোনো বিশেষ সময়ের ভাষা-সাহিত্য-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ তথা সমগ্র সংস্কৃতির চলমান জীবন্ত দর্পণ হল সাময়িকপত্র।

সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র সম্পূর্ণভাবেই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। গণজ্ঞাপনের নানা মাধ্যম অবশ্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। শিলালিপি, তাম্রলিপি, ঘোষকের দ্বারা শাসকের বিশেষ ঘোষণা, লোকনাট্য বা কথকতা,তর্জা বা পাঁচালি ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক ঘটনাধারার বা প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তির প্রচার সে যুগে সীমাবদ্ধ থাকত এক সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। কিন্তু আধুনিক যুগে মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে এই বিবৃতি বা গণজ্ঞাপনের প্রয়োজন ও পদ্ধতির এক ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। আধুনিক যুগে সাময়িক পত্র শুধু ঘটনার বিবরণ দানই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরির ক্ষেত্রেও ব্যাপক ভূমিকা নিতে শুরু করল।

সাময়িকপত্রের ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রচারের মাত্রা কখনো কখনো সামাজিক আন্দোলনের পথকেও সুপ্রশস্ত করে দিল। পুরনো ঐতিহ্যের যুগ-অনুপযোগী করে চলমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচণ্ড সাহস ও শক্তি অর্জন করল সাময়িক পত্র। আর এসবের পাশাপাশি ভাষার ক্রমবিকাশ ও সাহিত্যের ধারাবাহিকতাকে সযত্নে লালনের মহান দায়িত্বও প্রথমাবধি বহন করে চলেছে প্রধানত সাময়িক পত্রই। 'মুদ্রণযন্ত্র, বারুদ আর চুম্বক গোটা দুনিয়ার চেহারাটাই বদলে দিয়েছে'— ফ্রান্সিস বেকনের এই মন্তব্যের সবটুকু স্বীকার না করলেও দুনিয়ার অগ্রগতিতে মুদ্রণযন্ত্রের গুরত্বকে আমরা অবশ্যই স্বীকার করি এবং সেই মুদ্রণযন্ত্রের প্রথমতম ও প্রধানতম অনুষঙ্গ সাময়িক পত্রের গুরুত্বকেও আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না।

আধুনিক যুগের সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ও বিকাশের পূর্বশর্ত ছিল মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার। তাই সাময়িক পত্রের ইতিহাস পর্যালোচনার পূর্বে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ছাপার কাগজ, কালি ইত্যাদি আবিষ্কার হয়েছিল চীন দেশে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। অবশ্য ছাপার যন্ত্র তখনও অভাবনীয় ছিল। কাঠের ব্লক বানিয়ে অথবা মাটির তৈরি ব্লকে কালি মাখিয়ে তা দিয়ে কাগজের ওপর ছাপ

তোলা হত সেই সময়ে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দ্রুত এবং বহুসংখ্যক কপি ছাপা প্রায় অসম্ভব ছিল। একাদশ শতকে চীনে প্রথম আবিষ্কৃত হয় পৃথক পৃথক অক্ষরের ব্লক, যা প্রয়োজনে বদল করা যায় এবং পুনর্ব্যবহারও করা যায়। কিন্তু এই পুনর্ব্যবহারয়োগ্য চালা-অক্ষর বা Moveable type এর সার্থক ব্যবহারের পক্ষে সে দেশে প্রধান অন্তরায় ছিল অক্ষরের সংখ্যার আধিক্য। তবু একথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র আসার অনেক আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, ও নেপালে মুদ্রণ-সংক্রান্ত গভীর ভাবনা-চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের গৌরব জার্মানীর প্রাপ্য। পঞ্চদশ শতকে জার্মান ব্যবসায়ী এবং পেশায় স্বর্ণকার জোহান গুটেনবার্গ প্রথম চালা অক্ষর এবং তা দিয়ে ছাপার কাজের উপযোগী আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ১৪৪০ থেকে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গুটেনবার্গ মেনজে তাঁর ছাপাখানা খোলেন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মুদ্রণের কাজ শুরু করে পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তরের সূচনা করেন। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। কিন্তু তার প্রায় আড়াইশ বছর আগেই আধুনিক যুগের প্রথম আলোক শিখাটি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল গুটেনবার্গের হাতে।[২]

বাংলার মানসমুক্তি যাকে সাধারণভাবে বলা হয় বাংলার নবজাগরণ—তা ঘটেছিল ইউরোপের ভাববন্যারই অভিঘাতে উনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলার তথা সমগ্র ভারতের মানসমুক্তির ব্যাপারেও ছিল মুদ্রণযন্ত্রের এক উজ্জ্বল প্রভাব। ভারতের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার হয় ষোড়শ শতকে গোয়ায় পর্তুগীজ মিশনারীদের উদ্যোগে। গোয়া এবং মাদ্রাজে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে রোমান হরফে এবং পর্তুগীজ ভাষায় তাঁরা পুস্তিকা প্রকাশের কাজ শুরু করেন। পরে মালয়ালি, কোংকনি, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার হরফ ঢালাই করে তা দিয়ে সেই ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রণের কাজও তাঁরা শুরু করেন। বাংলা দেশেও সপ্তদশ শতক থেকেই পোর্তুগীজ ক্যাথলিক মিশনারীরা বাংলা গদ্য

সম্বন্ধে আগ্রহী হন ও বাংলা গদ্যে গ্রন্থ মুদ্রণের বিষয়ে উদ্যোগী হন। এই পোর্তুগীজ মিশনারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ফাদার মার্কস আতোনিও সানতুচ্চি, দোম আন্তোনিও দ্য রোজারিও মনোএল দ্য আনসুম্পসাঁও প্রমুখ। মনোএলের লেখা পোর্তুগীজ-বাংলা অভিধান এবং কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় অথচ রোমান হরফে লিসবন থেকে ছাপা হয়েছিল।

পোর্তুগীজের মতো ফরাসী ও ইংরাজরাও ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জলপথে ভারতে এসেছিল। তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইংরাজরাই ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়। ইংরাজ বণিক সংস্থা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ শতকেই দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে পূর্ব-ভারতে ব্যবসার অনুমতি লাভ করে।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসা রক্ষার স্বার্থে কাশিম বাজার কলকাতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে কুঠি বা দুর্গ স্থাপন করে সৈন্য রাখার অনুমতি তারা লাভ করে। আর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল কার্যত পূর্বভারত তথা বাংলার শাসনযন্ত্রই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত করে তোলে।

পূর্বভারতে বিশেষত কলকাতায় কোম্পানীর প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি ও ব্রিটিশ সিবিলিয়ানদের বঙ্গদেশে আগমনের সূত্রে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই কলকাতায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টম ১৭৬৮ তে কলকাতায় প্রেস স্থাপন করেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকাংশ লোভী, দুর্নীতিগ্রস্ত., ব্যক্তিগত বেনামী ব্যবসায়ে অর্থবান, উচ্ছৃঙ্খল বর্বর হয়ে ওঠা কর্মচারী ও আমলাদের বিরোধিতায় বোল্টমের উদ্যোগ শেষাবধি সফল হয় নি। কিন্তু নবযুগের অনিবার্য এই তাগিদকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হল। বহু ইংরাজ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ছাপাখানা স্থাপনে আগ্রহী হন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম বাংলার নবযুগের ইতিহাসে বা বঙ্গদেশীয় সংবাদপত্র তথা

সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তিনি জেমস অগাস্টাস হিকি। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি হিকির মুদ্রণযন্ত্র থেকেই ইংরাজি ভাষায় প্রথম ভারতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়েছিল। আর পৃথিবীর প্রথম আধুনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহর থেকে। প্রথম ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র 'লণ্ডন গেজেট' প্রকাশিত হয় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।[৩]

সাময়িকপত্র এবং সাংবাদিকতার ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন হলেও সাময়িকপত্রের জন্ম ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। অবশ্য শুরুতে সংবাদপত্র অধুনাতম কালের মতো ছিল না। তখনকার সংবাদপত্রকে বার্তাপত্র বা নিউজ লেটার বললে মানাবে ভাল। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে কিছুসংখ্যক অভিজাত রোমান এ রকম বার্তাপত্র রাজধানী থেকে দূরে মফস্বলঅঞ্চলে বসবাসরত লোকজনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করত। সেগুলো ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত পত্রের মতো।

আজকাল আমরা সংবাদপত্র বলতে যা বুঝি সেরকম সামুহিক সংবাদপত্র সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯ সালে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের রাজত্বকালে। বিশ্বের সেই প্রথম সংবাদপত্রের নাম ছিল 'এক্টাডায়োর্না' যার অর্থ হল অদ্যকার ঘটনাবলী। সেটা হস্তলিখিত ছিল এবং অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অধ্যয়নের সুবিধার্থে সেটা রাজসভা কক্ষে টাঙিয়ে রাখা হত। মাঝে মধ্যে রোমের প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছেও তার অনুলিপি প্রেরণ করা হত। সাধারণ মানুষ এগুলো পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা অন্যের মুখ থেকে তার বার্তা বা নিহিতার্থ অবগত হত। ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে থাকল। বাজারের গতিবিধি, বস্তুমূল্যের উঠানামা নিয়মিত সংগ্রহ করা ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই জরুরি হয়ে উঠল। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানীর ফুগার্স নামক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী একটি পরিবার কর্তৃক প্রকাশিত কয়টি পত্রিকা ছিল হয় সাপ্তাহিক, নয় মাসিক। মার্কিন মুলুকের বোস্টন শহর থেকে ১৬৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রটির নাম ছিল 'পাব্লিক ওকারেনস' । তখন আমেরিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন ছিল। আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশের গভর্নর

অল্পদিনের মধ্যেই সেই সংবাদপত্রটি বন্ধ করে দেন। কিন্তু আমেরিকার স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে সংবাদপত্রের প্রতি আগ্রহ এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উপনিবেশগুলো থেকে ৩৭টি সংবাদপত্র একইসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালের ব্রিটেনের সবচেয়ে প্রভাবশালি সংবাদপত্র 'দ্য লণ্ডন টাইমস'-এর ১৭৪৫ সালে প্রকাশনা শুরু হয়েছিল। প্রথম প্রকাশকালে পত্রিকাটির নাম ছিল 'ডেইলি ইউনিভারসেল রেজিস্টার'।

ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র হিসাবে হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে হিকি আজও সুপরিচিত ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্বাধীন ও নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্যও। 'বেঙ্গল গেজেট' প্রসঙ্গে হিকি লিখেছিলেন —

" I take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom of my mind and soul" [৪]

অর্থাৎ, আমি আমার মন ও আত্মার স্বাধীনতার জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশের দৈহিক শ্রম স্বীকার করেছি। হিকি ছিলেন এক ইংরেজ ব্যবসায়ী। হিকির কাগজের শিরোনামের নিচেই লেখা ছিল—'এ উইকলি পলিটিক্যাল অ্যান্ড কমার্সিয়াল পেপার ওপেন টু অল পার্টিজ বাট ইনফ্লুয়েন্সড বাই নান'। ৩০ সেঃমিঃ×২০ সেঃমিঃ আকারের চার পাতার এই সাপ্তাহিকে হিকি সরকারি নীতি ও কাজকর্মের সমালোচনা করতেন। জনৈক সুইডিস পাদ্রি হিকির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। মামলায় হিকির ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৪ মাসের জেল হয়। এরপরও শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা একের পর এক নতুন মামলা করতে লাগলেন। মামলায় হেরে যাওয়ার ফলে হিকির প্রেস নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। এভাবে রাজশক্তির সঙ্গে অসম ক্ষমতার লড়াই লড়ে ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের অপমৃত্যু হল। [৫]

এরপর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে প্রকাশিত হয় 'ইণ্ডিয়া গেজেট', ১৭৮৪—তে 'ক্যালকাটা গেজেট', ১৭৮৫—তে 'বেঙ্গল জার্নাল','ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' ও 'ক্যালকাটা অ্যামিউজমেন্ট' ১৭৮৬—তে 'ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল', ১৭৯৩—তে 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি।

অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেই কলকাতায় অনেকগুলি ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-দশকেই কলকাতার বুকে একাধিক বাংলা মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। মুদ্রণযন্ত্রের পরশমণির স্পর্শেই ঘটে গেল বাংলার মানস মুক্তি। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লিখেছেন—

"কেবলমাত্র মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বাঙালির মধ্যযুগীয় জীবনচেতনায় আধুনিক বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হল। এতদিন যে বাঙালি জড়ত্বের অন্ধকূপে বন্দী ছিল ,স্বখ্যাত-সলিলে নিমগ্নপ্রায় ছিল, তামসিক মন্থরতা তার দেহে মনে সহস্রশীর্ষ 'মেডুসা' ভুজঙ্গিনীর মতো জড়িয়ে ধরেছিল, এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদেই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সেই বাঙালি মধ্যযুগীয় অহিফেন নিদ্রা ত্যাগ করে আধুনিক জীবনের কোলাহল ও অশান্তিমুখর প্রাঙ্গনে নিক্ষিপ্ত হল।" [৬]

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ অধিকৃত শ্রীরামপুর শহরের খ্রীষ্টান মিশনারীগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছাপাখানা বসালেন, কলকাতায় ছাপাখানা বসানোর জন্য তাঁদের আবেদন প্রথমে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বাংলার মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা মুদ্রণের উদ্যোগ নিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই। বিদেশীদের বাংলাভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণে রেখে শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা বহুদিন থেকেই চলছিল। এবার ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়াল ব্রানি হ্যালহেড লিখলেন বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ 'এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। এই বইটিও মূলত ইংরাজিতে লেখা, তবে এখানে অনেক ক্ষেত্রে বাংলা হরফ ব্যবহৃত হল।

বাংলা হরফের পরিকল্পনা করলেন চার্লস উইলকিনস এবং তাঁকে সাহায্য করলেন হুগলীর পঞ্চানন কর্মকার। পঞ্চানন কর্মকারই উইলকিনসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধাতুর পাতে, ছেনি দিয়ে বাংলা অক্ষরের ছাঁচ তৈরি করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলা হরফ নির্মাণ ও বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে একযোগে হ্যালহেড, উইলকিনস্ এবং পঞ্চাননের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

****

২.১.১ বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশনা ঃ সূচনা থেকে আধুনিক পর্ব

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ফোর্ট উইলিয়ামে বিদেশী সিবিলিয়ান ছাত্রদের স্থানীয় ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে অজস্র বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হল। পঞ্চানন কর্মকারের জামাতা মনোহর কর্মকার শ্রীরামপুরে প্রেসের জন্য তৈরি করলেন পরিচ্ছন্ন পরিণত বাংলা চালা অক্ষর। এই পটভূমিতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হল বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় দ্বিভাষিক মাসিকপত্র 'দিগদর্শন'। দিগদর্শনকেই প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র বলে বিবেচনা করা হয়.। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। [৭]

১৮১৮ তেই মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণ'। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এই 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' তাই এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। অবশ্য অনেকে মনে করেন জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত দীর্ঘজীবী 'সমাচার দর্পণ' এর পূর্বেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশ করেছিলেন 'বঙ্গাল গেজেটি' নামক সাপ্তাহিক পত্র।

আধুনিক বাংলার জাগরণের ভগীরথপুরুষ রামমোহন রায়ের কলকাতায় আগমন ১৮১৫ তে। মিশনারীদের পরধর্ম বিদ্বেষ ও হিন্দু ধর্মের সম্পর্কে কুৎসা প্রচার রামমোহন রায়কে বিচলিত করত। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদপত্র বা প্রবন্ধ সমাচার দর্পণে প্রকাশ করা হত না। এজন্য ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে শিবপ্রসাদ শর্মা নামে রামমোহন প্রকাশ করেন দ্বিভাষিক সাময়িকপত্র 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। মিশনারীদের সঙ্গে ধর্ম-বিষয়ক বিতর্কই এই পত্রিকায় প্রধানত প্রকাশিত হত। সামাজিক ও ধর্মীয় মতের বিচার-বিতর্ক আরো ভালোভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ১৮২১ -এই রামমোহন রায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশ করলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'।

কিন্তু কিছুটা রক্ষণশীল প্রকৃতির ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অচিরেই রামমোহনের মতবৈধতা উপস্থিত হল। হিন্দুসমাজ ভবানীচরণকে সম্পাদক করে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'। 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল সাপ্তাহিক পত্র।

স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত জীবজন্তু বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'পশ্বাবলী' প্রকাশ পায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দেই। এছাড়া 'সংবাদ তিমিরনাশক' (১৮২৩), নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' (১৮২৯) ইত্যাদি পত্রিকাও এই কালপর্বের সাহিত্য-সমাজ-বিজ্ঞান-ভাষা ইত্যাদির বিকাশ ও চর্চায় কম-বেশি ভূমিকা নিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে সাপ্তাহিক পত্র হিসাবে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি কিছুদিন পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও কয়েক বছরের মধ্যে তা আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে। মাঝে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র পালের নামে ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ করেছিলেন 'সংবাদ রত্নাবলী'। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এটিই ছিল বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে প্রথম দৈনিকপত্র। বাংলা সাংবাদিকতায় ভিন্ন স্বাদ সঞ্চারে, সাহিত্যিকদের জীবন ও সাহিত্য-সংক্রান্ত গবেষণায়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে।

'সংবাদ প্রভাকর' এর ধারা অনুসরণ করেই ১৮৩১- এ প্রেমচাঁদ রায় প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'সংবাদ সুধাকর'। এছাড়া এ সময় প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সংবাদ রত্নাকর', দ্বিভাষিক 'সংবাদ সারসংগ্রহ', 'সংবাদ সৌদামিনী' প্রভৃতি পত্রিকা। ১৮৩১-এ প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞান সেবধি',আরো পরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' এবং গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের 'সংবাদ ভাস্কর' প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৪৬-এ 'পাষণ্ড পীড়ন' এবং ১৮৪৭-এ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে দুটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এর চার বছর পর ১৮৪৩-এ ঐ সভার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সহকারী বিজ্ঞানমনস্ক অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' র সম্পাদক। ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এছাড়া শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, বিষয়ক মূল্যবান রচনাতেও এই পত্রিকা সমৃদ্ধ ছিল।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে স্থাপন করেছিলেন 'সর্বশুভকরী সভা'। ঐ বছরই ঐ সভার পক্ষ থেকে বাংলা মাসিক মুখপত্র 'সর্বশুভকরী' প্রকাশিত হয়। ১৮৫১-তে প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উৎকৃষ্ট বাংলা মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'।

এরপর যে সাময়িক পত্রটি বাংলা সাহিত্য উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে সেটি ১৮৫৪-তে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের মাসিক পত্রিকা। প্রধানত মহিলাদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'। পরবৎসর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' র পক্ষ থেকে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে মাসিক মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'।

১৮৫৩ তে প্রকাশিত ইংরাজি সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও ক্ষুরধার লেখনীস্পর্শে ক্রমে জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সংবাদপত্র নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর স্বদেশ প্রেমের বার্তাকে প্রতিফলিত করতে থাকে আর একটি সাময়িক পত্র, ১৮৬১ তে প্রকাশিত ইংরাজি পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়ান মিরর'। স্বদেশ প্রেমের এই ধারা যে বাংলা সাময়িক পত্রগুলির মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হতে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' (১৮৮৩), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' (১৯০৪) এবং পরবর্তীকালে 'বন্দেমাতরম', 'সোনার বাংলা', 'হিতবাদী', 'নবশক্তি', 'যুগান্তর' ইত্যাদি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অসাধারণ পরিণতি দানের ক্ষেত্রে এবার যে পত্রিকাটির নাম অবশ্যই করতে হবে, সেটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী পাঠককে উপহার দিলেন সার্থক বাংলা উপন্যাস, ভাবগম্ভীর পরিণত প্রবন্ধাবলী এবং তাঁর অসাধারণ রম্যরচনাগুলি। বাংলা সাহিত্য যেন বঙ্গদর্শনের মাধ্যমেই অকস্মাৎ সাবালক দশাপ্রাপ্ত হল। ১৮৮২- তে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় শুরু হয় 'নব পর্যায় বঙ্গদর্শন'।[৮]

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জোড়া সাঁকো ঠাকুর পরিবার থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে 'ভারতী' পত্রিকা। নব্যযুবক রবীন্দ্রনাথও এই পত্রিকায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এরপর ঠাকুরবাড়ি থেকে জ্ঞানদান্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বালক' সাহিত্যপত্র। রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'হিতবাদী' পত্রিকার মধ্য দিয়ে। ঐ বছরই সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক বাংলা সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বঙ্গবাসী','বসুমতী', 'উদ্বোধন','ভাণ্ডার','প্রবাসী' ইত্যাদি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' (১৩০৮) মাসিকপত্র অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হলেও যে পত্রিকাটি নবযুগের ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক নব্যধারার আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিল সেটি 'সবুজপত্র', রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও আশীর্বাদে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা চলিত গদ্যকে সাহিত্যের প্রধানতম বাহন করাই সবুজপত্রের সাহিত্য আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, সেই সঙ্গে সমস্ত প্রকার জড়তার বিরুদ্ধে, যৌবনের বিদ্রোহ ঘোষণাই ছিল 'সবুজপত্র' র মর্মকথা।

‘সবুজপত্র’ র সমকালেই প্রকাশিত হয় ‘নারায়ণ’ ও ‘ভারতবর্ষ’ মাসিকপত্র। ১৯১৫-তে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘ভারতী’ পত্রিকা ও ভারতী—গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তৎকালীন সাহিত্য গোষ্ঠী ও সাময়িক পত্রিকাগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও মূলত এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনার বলয় থেকে মুক্তির বাসনাটিও তৎকালীন সাহিত্যকারদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। সেই ভিন্নধারার সুর শোনা যাচ্ছিল নজরুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের কাব্যে-সাহিত্যে। সেই ভিন্নধারার বার্তা বহন করে আবেগ ও বিদ্রোহের উদ্দাম উদ্দীপনায় ১৯২২-এ প্রকাশিত হল নজরুল সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’। অবশ্য ‘ধূমকেতু’ পত্রিকাও আবির্ভূত হল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়েই ।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল চন্দ্র নাগ বের করলেন ‘কল্লোল’ পত্রিকা। ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হল, তা বাংলা আধুনিক কথাসাহিত্যের গতিপথকে ভিন্নমুখী করে দিল। কল্লোল প্রভাবিত এই যুগটিকে বাংলা সাহিত্যে বলা হয় কল্লোল যুগ। কল্লোল এর পরে ১৯২৪-এ প্রকাশিত সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত ‘শনিবারের চিঠি’, ১৯২৬ এ শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ‘কালি ও কলম’ এবং ১৯২৭-এ বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত ‘প্রগতি’ পত্রিকা এবং ঐ বছরই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বিচিত্রা’। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’। তখন সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের মূলমন্ত্র ছিল স্বদেশ ও স্বরাজ। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থার সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ‘দেশ’ র জন্ম হয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায়। পরে বঙ্কিমচন্দ্র সেন, অশোক কুমার সরকারের সম্পাদনায় ‘দেশ’পত্রিকা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাময়িকপত্র রূপে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাম্প্রতিককালে সাগরময় ঘোষের সম্পাদনায়

‘দেশ’পত্রিকা পাক্ষিক সাময়িকপত্র হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে, সমাজ-বিজ্ঞান-রাজনীতি বিষয়ক মননশীল আলোচনায় বিদ্বৎজনের কাছে সমাদৃত।

দিগ্‌দর্শন থেকে সবুজপত্র পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রগুলির তালিকা

সাময়িক পত্রের নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক /প্রকাশক
দিগ্‌দর্শন	১৮১৮ এপ্রিল	মার্শম্যান
বঙ্গাল গেজেটি	১৮১৮ মে	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সমাচার দর্পণ	১৮১৮ মে	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
ব্রাহ্মণ সেবধি	১৮২১, সেপ্টেম্বর	রামমোহন রায়
সম্বাদ কৌমুদী	১৮২১, ডিসেম্বর	রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২,মার্চ	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্বাবলী	১৮২২	রামচন্দ্র মিত্র
সংবাদ তিমিরনাশক	১৮২৩,অক্টোবর	কৃষ্ণমোহন দাস
বঙ্গদূত	১৮২৯, মে	নীলরতন হালদার
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১,জানুয়ারি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ সুধাকর	১৮৩১,ফেব্রুয়ারি	প্রেমচাঁদ রায়
বিজ্ঞান সেবধি	১৮৩১,এপ্রিল	এম.ডব্লিউ.উলিটন
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১,জুন	দক্ষিণা নন্দন মুখোপাধ্যায়
সংবাদ রত্নাকর	১৮৩১, আগষ্ট	ব্রজমোহন সিংহ
সংবাদ সারসংগ্রহ	১৮৩১,সেপ্টেম্বর	বেনীমাধব দে
সংবাদ রত্নাবলী	১৮৩২,জুলাই	মহেশচন্দ্র পাল
সংবাদ ভাস্কর	১৮৩৯, মার্চ	শ্রীনাথ রায় গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

সাময়িক পত্রের নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক /প্রকাশক
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
বিবিধার্থ সংগ্রহ	১৮৫১	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মাসিক পত্রিকা	১৮৫৪,আগষ্ট	রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা	১৮৫৫	কালীপ্রসন্ন সিংহ
সোমপ্রকাশ	১৮৫৮ নভেম্বর	দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ
অমৃতবাজার পত্রিকা	১৮৬৮ ফেব্রুয়ারি	শিশির কুমার ঘোষ
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বালক		
বঙ্গবাসী	১৮৮১,ডিসেম্বর	
সঞ্জীবনী	১৮৮৩ এপ্রিল	কৃষ্ণকুমার মিত্র
হিতবাদী	১৮৯১	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
সাধনা	১৮৯১	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রবাসী	১৯০১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথনাথ চৌধুরী

****

২.১.১ স্বাধীনতা-পূর্ব বরাক উপত্যকার সাময়িক পত্র

আসামে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে কয়েকটি বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়। আসাম অসমিয়া রাজ্য হলেও সেসময় বাংলা-ভাষী লোকের সংখ্যাই ছিল বেশি। এর কারণ-শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষের জীবন,সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা ও ঢাকা। আরও একটি অন্যতম কারণ ছিল কাছাড়ি রাজসভার ভাষা ছিল বাংলা (কাছাড়ি বাংলা)। অসমিয়াদের সাহিত্যচর্চা তখনও আসামে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই দেখা যায় ১৮৭২ সালে চিদানন্দ চৌধুরী নামে একজন অসমিয়া ব্যক্তির সম্পাদনায় 'আসাম মিহির' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ পায়। [৯]

ঊনিশশতকের এ-অঞ্চলে আধুনিকতার ভগীরথ এবং রেনেসাঁর কবিপুরুষ ছিলেন প্যারীচরণ দাস। প্যারীচরণ দাস করিমগঞ্জ শহরের অদূরবর্তী লাতু নামক একটি অখ্যাত গ্রামের সন্তান। সেকালে লাতু গ্রামটি ছিল পূর্ব শ্রীহট্টের রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র। ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট বাংলার রাষ্ট্রসীমা থেকে ছিন্ন হয়ে আসাম প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ১৮৭৫ সালে প্যারীচরণ দাস শ্রীহট্ট শহর থেকে 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটাই এ-অঞ্চল থেকে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। [১০]

১৮৮০ সালে বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশ করেন 'পরিদর্শক'। শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত 'শ্রীহট্ট দর্পণ' নামে আরও একটি পত্রিকার নাম পাওয়া যায়। ১৮৮৯ সালে শিলচর থেকে বিধুভুষণ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় প্রথম পাক্ষিক সংবাদপত্র 'শিলচর'। শিলচর তথা কাছাড়ের সংবাদপত্র জগতের ভগীরথ পুরুষ হলেন বিধুভূষণ রায়। করিমগঞ্জ তখন কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তথাপি আজকের বরাক উপত্যকার দ্বিতীয় শহর করিমগঞ্জ দ্বিতীয় পত্রিকা প্রকাশনার গৌরব অর্জন করে। এই শহর থেকে ১৮৯০ সালের এপ্রিল মাসে কৈলাশ চন্দ্র বিশ্বাসের

সম্পাদনায় প্রকাশ পায় মাসিক ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা 'শ্রীহট্ট সুহৃদ'। গ্রাম থেকে প্রথম পত্রিকা প্রকাশের গৌরব কেড়ে নেয় করিমগঞ্জের নিকটবর্তী মিরজপুর। কৃষ্ণ কিঙ্কর আদিত্যের সম্পাদনায় মিরজপুর গ্রাম থেকে ১৯০৮ সালে এপ্রিল মাসে প্রকাশ পায় ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক পত্রিকা পাক্ষিক 'প্রভাত'।

১৯১০ সালে শিলচর থেকে 'নবযুগ' নামে মহেন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত সর্ব প্রথম সম্পুর্ণ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সন্ধান মেলে। ১৯১১ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক সুরমা' যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ। ১৯১৫ সালে পণ্ডিত ভুবন মোহন বিদ্যাবিনোদ 'সুরমা' র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুরমা কাছাড়ের জনমানসের যথার্থ মুখপত্র হয়ে ওঠে। ভুবন মোহনের সম্পাদকীয় জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করত। ভুবন মোহন কেমন তেজস্বী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে এই ঘটনায়- সেই সময়ে মৌলভী বাজারের ই.এ.সি রাজখোয়া সিলেটি ভাষা সম্পর্কে একখানি বই লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সিলেটি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে অসমীয়া ভাষা থেকে। পণ্ডিত ভুবন মোহন এই বইয়ের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ সম্পাদকীয় নিবন্ধে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে রাজখোয়ার বইয়ে যা লেখা হয়েছে, তা শুধু মিথ্যাই নয়, এটা লেখকের শ্রীহট্ট বিদ্বেষের ফল। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে 'সুরমা' দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। প্রতিদিন মহাযুদ্ধের টাটকা খবর নিয়ে প্রকাশিত হত 'সুরমা'। 'সুরমা' স্বাধীনতা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত চলছিল এই পত্রিকা। স্বাধীনতার পরে যেখানে এই পত্রিকা বরাক উপত্যকায় প্রধান সংবাদপত্র হিসেবে চলার কথা ছিল, সেখানে ধীরে ধীরে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।[১১] 'সময়' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ভুবন মোহন বিদ্যার্ণব শিলচর থেকে সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে বিশদ জানা যায় নি। ১৯১৫ সলে বরাক উপত্যকার প্রথম মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শ্রীভূমি', প্রকাশিত হয় করিমগঞ্জ থেকে সতীশ চন্দ্র দেব এবং ভুবন মোহন বিদ্যার্ণব এর যৌথ উদ্যোগে। 'শ্রীভূমি' মূলত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ছিল।

ড. সুন্দরী মোহন দাস, গুরুসদয় দত্ত, ভারত চন্দ্র চৌধুরী, অচ্যুৎচরণ তত্ত্বনিধি, রাম কুমার নন্দী প্রমুখ লেখকরা নিয়মিত এই পত্রিকায় লিখতেন।[১২] 'নবযুগ' মাসিক ১৯২০ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়। মহেন্দ্র নাথ চৌধুরী ছিলেন এর সম্পাদক। এই পত্রিকাটি মাত্র দুই বছর চলেছিল। 'শিক্ষাসেবক' ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি শিলচর নর্মাল স্কুল থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। এই পত্রিকাটি প্রায় সতেরো বছর তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। শিক্ষাসেবক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে রায় সাহেব সারদাচরণ চক্রবর্তী, বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাবু আনন্দমোহন দত্ত এবং বাবু মনমোহন মজুমদার। শিক্ষাসেবক পত্রিকাটি শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। আজও এই পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলো বিস্ময় উদ্রেক করে। নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের সম্পাদনায় ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'ভবিষ্যত' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা। পাক্ষিক হিসেবে দুই বছর চলার পর ১৯২৯ সালে পত্রিকাটি মাসিক হিসেবে রূপান্তরিত হয়। সাহিত্য মনস্ক মানুষের কাছে পত্রিকাটি খুব প্রিয় ছিল। ১৯৩০ সালে করিমগঞ্জ থেকে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয় ভারতীয় যুব আন্দোলনের মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'। সম্পাদক ছিলেন সুবোধ কুমার রায়। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আশীর্বাদ ধন্য ছিল এই পত্রিকাটি। কিন্তু এই পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৩০ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় ভূপেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বর্তমান'। প্রায় সাড়ে তিনবছর পত্রিকাটি চলেছিল। করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় কংগ্রেসের প্রচারকার্য চালানোর জন্য জওহরলাল নেহেরুর আশীষ ধন্য পাক্ষিক পত্রিকা 'পল্লীবাণী' ১৯৩৬ সালে। সুবোধ কুমার রায় ছিলেন এর সম্পাদক। নেতাজীর আদর্শ ও কর্মধারা প্রচার করার জন্য ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক পত্রিকা 'মুক্তি নায়ক'। সম্পাদক অখিল বন্ধু চক্রবর্তী। কনক প্রভা দেবীর সম্পাদনায় ১৯৩৭ সালে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত বরাক উপত্যকার প্রথম সংবাদপত্র 'গৃহলক্ষ্মী'। ১৯৩৭ সালে কুশীমোহন দাসের সম্পাদনায় শিলচর জয়ন্তী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক

'সপ্তক'। অরুণ কুমার চন্দ এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সিলেট জেলে বসে তাঁর একাধিক লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[১৩] জাতীয় উন্মেষ সৃষ্টিতে এই পত্রিকার অসাধারণ ভূমিকা ছিল। হুরমত আলি বড় লস্করের সম্পাদনায় ১৯৩৭ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'কৃষক'। ১৯৩৮ সালে শিলচর থেকে গিরিজা নাথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় দ্বিভাষিক (ইংরাজী ও বাংলা) 'সুহৃদ'। পত্রিকাটি খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। 'সমবায়' পাক্ষিক ১৯৩৯ সালে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় ব্রজেন্দ্রকুমার আদিত্যের সম্পাদনায়। সমবায় আন্দোলনের আদর্শ এবং সাংগঠনিক খবর প্রচারই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। ভূপেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের সম্পাদনায় শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'চমক' ১৯৩৯ এ। এই পত্রিকার মাত্র একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল। সমরজিৎ সিংহ ও ডাক্তার নৈরেন সিংহের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৩৯ সালে দ্বিভাষিক (মণিপুরি ও বাংলা) মাসিক পত্রিকা 'মণিপুরী' প্রকাশিত হয় শিলচর থেকে। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে হুরমত আলি বড় লস্করের সম্পাদনায় 'আজাদ' পত্রিকা শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পৃষ্ঠপোষক ছিল এই পত্রিকা। হুরমত আলি বড় লস্কর কাছাড়ের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ সংবাদ ও প্রবন্ধাদির কথা আজও মানুষের মুখে মুখে ঘুরে। পরিমল পুরকায়স্থের সম্পাদনায় ১৯৪০ সালে শিলচর থেকে প্রকাশ পায় দ্বিমাসিক 'দিগন্ত'। মাত্র কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়ে এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। স্বনামধন্য অরুণ চন্দের স্ত্রী জ্যোৎস্না চন্দের সম্পাদনায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত 'বিজয়িনী' শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। এই পত্রিকা শিলচরে নারী জাগৃতির পথিকৃৎ। রবীন্দ্র স্নেহধন্য 'বিজয়িনী' পত্রিকাটি এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।[১৪] 'শিক্ষক' পাক্ষিক পত্রিকা শিক্ষক জগন্নাথ দেবের সম্পাদনায় শিলচর থেকে স্বাধীনতার পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সঠিক সাল তারিখ পাওয়া যায়নি। ১৯৪১ সালে মদনমোহন মজুমদার এবং কেদারনাথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় আসাম জনশিক্ষা বিভাগের

মুখপত্র পাক্ষিক 'জনশিক্ষা'। হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় স্বদেশী জাগরণের কার্যকলাপ ও ভাবধারা প্রচারের জন্য ১৯৪১ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রাচ্যবার্তা'। ঐ একই সালে শিলচর থেকে মনীন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুবিমল এন্দের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় প্রভাতী সংঘের বার্ষিক মুখপত্র 'আবহাওয়া'। এই পত্রিকার মাত্র একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল। 'ক্ষাত্রবাণী' সম্পাদনা করতেন নিতাই চাঁদ লস্কর। ১৯৪৩ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় বামপন্থী চিন্তাধারার পত্রিকা সাপ্তাহিক 'অধিকার'। সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস, ও মতিলাল জায়গীরদার। ১৯৪৮ সালে সরকার এই পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, যদিও পরে তা প্রত্যাহৃত হয়।[১৫]

****

স্বাধীনতা-পূর্ব বরাক উপত্যকার সাময়িক পত্রের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(ডিক্সনারী ক্যাটালগ)

ক্রমিক সংখ্যা	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	বর্গীকরণ সংখ্যা	প্রকাশকাল
১.	অধিকার	অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য	০৭৯.৫৪১৬২	১৯৪৩
২.	আজাদ	হুরমত আলি বড়লস্কর	০৭৯.৫৪১৬২	১৯৪০
৩.	আবহাওয়া	মনীন্দ্র ভট্টাচার্য	০৬০.০৫	১৯৪১
৪.	আসাম মিহির	চিদানন্দ চৌধুরী	০৭৯.৫৪১৬২	১৮৭২
৫.	কৃষক	হুরমত আলি বড়লস্কর	৬৩০.৫	১৯৩৭
৬.	ক্ষাত্রবাণী	নিতাই চাঁদ লস্কর	০৭৯.৫৪১৬২	-
৭.	গৃহলক্ষ্মী	কনক প্রভা দেবী	৮৯১.৪৪০৫	১৯৩৭
৮.	চমক	ভূপেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম	৮৯১.৪৪০৫	১৯৩৯
৯.	জনশিক্ষা	মদনমোহন মজুমদার	৩৭০.০৫	১৯৪১
১০.	দিগন্ত	পরিমল পুরকায়স্থ	৩৭০.০৫	১৯৪১
১১.	নবযুগ	মহেন্দ্র চৌধুরী	৮৯১.৪৪০৫	১৯২০
১২.	প্রভাত	কৃষ্ণকিঙ্কর আদিত্য	০৭৯.৫৪১৬২	১৯০৮
১৩.	প্রাচ্যবার্তা	হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩২০.০৫	১৯৪১
১৪.	পরিদর্শক	বিপিনচন্দ্র পাল	০৭৯.৫৪১৬২	১৮৮০
১৫.	পল্লীবাণী	সুবোধ কুমার রায়	৩২০.০৫	১৯৩৬

ক্রমিক সংখ্যা	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	বর্গীকরণ সংখ্যা	প্রকাশকাল
১৬.	পাঞ্চজন্য	সুবোধ কুমার রায়	৩২০.০৫	১৯৩০
১৭.	বর্তমান	ভূপেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম	০৭৯.৫৪১৬২	১৯৩০
১৮.	বিজয়িনী	জ্যোৎস্না চন্দ	৮৯১.৪৪০৫	১৯৪০
১৯.	ভবিষ্যত	নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম	০৭৯.৫৪১৬২	১৯২৬
২০.	মুক্তিনায়ক	অখিলবন্ধু চক্রবর্তী	৩২০.০৫	১৯৩৭
২১.	মণিপুরী	লৈরেন সিংহ	০৭৯.৫৪১৬২	১৯৩৯
২২.	শ্রীভূমি	সতীশ চন্দ্র দেব	৩৭০.০৫	১৯১৫
২৩.	শ্রীহট্টদর্পণ			
২৪.	শ্রীহট্ট প্রকাশ	প্যারীচরণ দাস	০৭৯.৫৪১৬২	১৮৭৫
২৫.	শ্রীহট্ট সুহৃদ	কৈলাশ চন্দ্র বিশ্বাস	২৯৪.৫০৫	১৮৯০
২৬.	শিক্ষক	জগন্নাথ দেব	৩৭০.০৫	
২৭.	শিক্ষাসেবক	সারদাচরণ চক্রবর্তী	৩৭০.০৫	১৯২৫
২৮.	শিলচর	বিধুভূষণ রায়	০৭৯.৫৪১৬২	১৮৮৯
২৯.	সপ্তক	কুশীমোহন দাস	০৭৯.৫৪১৬২	১৯৩৭
৩০.	সমবায়	ব্রজেন্দ্রকুমার আদিত্য	৩৩৪.০৫	১৯৩৯
৩১.	সময়	ভুবনমোহন বিদ্যাবিনোদ	০৭৯.৫৪১৬২	-
৩২.	সুহৃদ	গিরিজা নাথ চৌধুরী	৮৯১.৪৪০৫	১৯৩৮
৩৪.	সাপ্তাহিক সুরমা	চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ	০৭৯.৫৪১৬২	১৯১১

স্বাধীনতা-পূর্ব বরাক উপত্যকার সাময়িক পত্রের বর্গানুক্রমিক সূচী
(ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ)

ক্রমিক সংখ্যা	বর্গীকরণ সংখ্যা	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকৃতি
১.	০৬০.০৫	আবহাওয়া	মনীন্দ্র ভট্টাচার্য	সংস্থা সাময়িকী
২.	০৭৯.৫৪১৬২	অধিকার	অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য	সংবাদ সাময়িকী
৩.	০৭৯.৫৪১৬২	আসাম মিহ্রি	চিদানন্দ চৌধুরী	সংবাদ সাময়িকী
৪.	০৭৯.৫৪১৬২	শ্রীহট্ট প্রকাশ	প্যারীচরণ দাস	সংবাদ সাময়িকী
৫.	০৭৯.৫৪১৬২	পরিদর্শক	বিপিনচন্দ্র পাল	সংবাদ সাময়িকী
৬.	০৭৯.৫৪১৬২	শিলচর	বিধুভূষণ রায়	সংবাদ সাময়িকী
৭.	০৭৯.৫৪১৬২	সাপ্তাহিকসুরমা	চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ	সংবাদ সাময়িকী
৮.	০৭৯.৫৪১৬২	সময়	ভুবনমোহন বিদ্যাবিনোদ	সংবাদ সাময়িকী
৯.	০৭৯.৫৪১৬২	নবযুগ	মহেন্দ্র চৌধুরী	সংবাদ সাময়িকী
১০.	০৭৯.৫৪১৬২	বর্তমান	ভূপেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম	সংবাদ সাময়িকী
১১.	০৭৯.৫৪১৬২	ক্ষাত্রবাণী	নিতাই চাঁদ লস্কর	সংবাদ সাময়িকী
১২.	০৭৯.৫৪১৬২	সপ্তক	কুশীমোহন দাস	সংবাদ সাময়িকী
১৩.	০৭৯.৫৪১৬২	মণিপুরী	লৈরেন সিংহ	সংবাদ সাময়িকী
১৪.	০৭৯.৫৪১৬২	আজাদ	হুরমত আলি বড়লস্কর	সংবাদ সাময়িকী
১৫.	০৭৯.৫৪১৬২	প্রভাত	কৃষ্ণকিঙ্কর আদিত্য	সংবাদ সাময়িকী
১৬.	২৯৪.৫০৫	শ্রীহট্ট সুহৃদ	কৈলাশ চন্দ্র বিশ্বাস	ধর্ম সাময়িকী
১৭.	৩৩৪.০৫	সমবায়	ব্রজেন্দ্রকুমার আদিত্য	সমবায় সাময়িকী

ক্রমিক সংখ্যা	বর্গীকরণ সংখ্যা	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকৃতি
১৭.	৩২০.০৫	পাঞ্চজন্য	সুবোধ কুমার রায়	রাজনীতি সাময়িকী
১৮.	৩২০.০৫	পল্লীবাণী	সুবোধ কুমার রায়	রাজনীতি সাময়িকী
১৯.	৩২০.০৫	মুক্তিনায়ক	অখিলবন্ধু চক্রবর্তী	রাজনীতি সাময়িকী
২০.	৩২০.০৫	প্রাচ্যবার্তা	হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	রাজনীতি সাময়িকী
২১.	৩৭০.০৫	দিগন্ত	পরিমল পুরকায়স্থ	শিক্ষা সাময়িকী
২২.	৩৭০.০৫	শ্রীভুমি	সতীশ চন্দ্র দেব	শিক্ষা সাময়িকী
২৩.	৩৭০.০৫	শিক্ষাসেবক	সারদাচরণ চক্রবর্তী	শিক্ষা সাময়িকী
২৪.	৩৭০.০৫	শিক্ষক	জগন্নাথ দেব	শিক্ষা সাময়িকী
২৫.	৩৭০.০৫	জনশিক্ষা	মদনমোহন মজুমদার	শিক্ষা সাময়িকী
২৬.	৬৩০.৫	কৃষক	হুরমত আলি বড়লস্কর	কৃষি সাময়িকী
২৭.	৮৯১.৪৪০৫	গৃহলক্ষ্মী	কনক প্রভা দেবী	সাহিত্য সাময়িকী
২৮.	৮৯১.৪০৫	ভবিষ্যত	নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম	সাহিত্য সাময়িকী
২৯.	৮৯১.৪৪০৫	সুহৃদ	গিরিজা নাথ চৌধুরী	সাহিত্য সাময়িকী
৩০.	৮৯১.৪৪০৫	চমক	ভূপেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম	সাহিত্য সাময়িকী
৩১.	৮৯১.৪৪০৫	বিজয়িনী	জ্যোৎস্না চন্দ	সাহিত্য সাময়িকী
৩২.		শ্রীহট্টদর্পণ		

****

উল্লেখপঞ্জি

১. Graham Shaw, Printing in Calcutta to 1800 : A description and Checklist of Printing late 18th Century Calcutta, 1st edition, London, The Bibliographical Society, 1981, p.1-13

২. এন চৌধুরী, বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ঐচ্ছিক বাংলা পরিক্রমা, কলিকাতা, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, ২০০১, পৃ.-১৮৩

৩. তদেব, পৃ.-১৮৪

৪. তদেব, পৃ.-১৮৪

৫. মহম্মদ আব্দুল খালিক বাঙ্গাল, 'প্রথম পর্বের বাংলা পত্র-পত্রিকা' শিলচর, দৈনিক প্রান্তজ্যোতি, ৭মে, পৃ.-৪

৬.. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, বাণী প্রকাশন, ১৯৯৬,পৃ-.১২৩

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নতুন সং, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৪, ১ম খণ্ড, পৃ-.৪

৮. এন চৌধুরী, বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ঐচ্ছিক বাংলা পরিক্রমা, কলিকাতা, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, ২০০১, পৃ.-১৯৭

৯. কুমার বিষ্ণু দে, সুরমা বরাকের কবি ও কবিতার কথা, লামডিং, স্বপ্ন, ২০১২, পৃ.-১৬

১০. জন্মজিৎ রায়, 'দক্ষিণ আসামে বাংলা সাহিত্যচর্চা আধুনিকতার অরুণোদয় (১৮৭৪-১৯০০)', পৃ.-৫০-৫১

১১. পরিতোষ পালচৌধুরী, 'পরাধীন ভারতে বরাক উপত্যকায় সাংবাদিকতার ইতিহাস', সোনাই, পল্লী দর্পণ, ১৫ আগস্ট, ২০১৩ (বিশেষ সংখ্যা), পৃ.-৬

১২. তদেব, পৃ.-৬

১৩. তদেব, পৃ.-১১

১৪. তদেব, পৃ.-১১

১৫. তদেব, পৃ.-১১

****